আজকের কাগজ

তারিখ ...0-1 JUN ...
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ৫ ...

২০

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক রাজনীতিতে নতুন মেরুকরণ

ইয়াজ উদ্দিন আহম্মেদের নেতৃত্বে ডানপন্থী শিক্ষকদের স্বতন্ত্র দল গঠনের উদ্যোগ

❑ *শিক্ষকদের বিভিন্ন গ্রুপ–বৈঠকে অংশ নিচ্ছেন পিএসসি ও পিআইবি প্রধান*

আলতাফ পারভেজ : ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষক রাজনীতিতে নতুন মেরুকরণ ঘটতে যাচ্ছে সাদা দল থেকে বের হয়ে অধ্যাপক ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদের নেতৃত্বে জামাত ও বিএনপি রাজনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ডান পন্থী, শিক্ষকরা স্বতন্ত্র দল গঠনের উদ্যোগ নিয়েছেন। উপাচার্য এমাজউদ্দিন আহমেদ ছাড়াও বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের প্রধান এস এম এ ফায়েজ এবং প্রেস ইন্সটিটিউটের প্রধান তৌহিদুল আনোয়ার ডানপন্থী শিক্ষকদের এই নতুন মেরুকরণে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখছেন। শেষোক্ত দু'ব্যক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকাকালে বিএনপি পন্থী শিক্ষক হিসেবে পরিচিত ছিলেন।

১৯৮৮–এর জুলাই থেকে সাদা দলের যাত্রা শুরু। অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, অধ্যাপক ইয়াজউদ্দিন ও অধ্যাপক মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মিঞার নেতৃত্বে গোলাপী এবং নীল দল থেকে বেরিয়ে আসা আওয়ামী ধারার বিরোধী শিক্ষকরাই সাদা দল গড়ে তুলেছিলেন। গঠনের পর থেকেই সাদা দল শিক্ষক সমিতি, সিন্ডিকেট ও ডীন নির্বাচনে বিজয়ী হতে থাকে। এসব নির্বাচনে জামাতে ইসলামীর সঙ্গে সম্পৃক্ত শিক্ষকদের সাদা দলকে সমর্থন করতে দেখা যায়। ক্রমশ জামাত পন্থী শিক্ষকরা সাদা দলের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠেন। বর্তমানে সিনেটের ৩৫ জন শিক্ষক সদস্যের ১১ জন, শিক্ষক সমিতির ১৫ জন শিক্ষক সদস্যের ৮ জন, সিন্ডিকেটের ৬ জন সদস্যের ৪ জন এবং ৬ জন ডীনের ৪ জন সাদা দলের।

সাদা দলে সংকটের শুরু হয় '৯২–এর জানুয়ারি থেকে। এ সময় সাদা দলের জামাতী শিক্ষকরা দলের ভেতরে একটি ডানপন্থী সাব–গ্রুপ গড়ে তোলে এবং বিভিন্ন নির্বাচনে দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে নিজস্ব প্রার্থী দাঁড় করানো ও প্রগতিশীল শিক্ষকদের হারানোর ষড়যন্ত্র শুরু করে। সাদা দলের জামাতপন্থী এই সাব গ্রুপের নেতৃত্বে রয়েছেন চৌধুরী মাহমুদ হাসান (ফার্মেসী), ফজলুল হক (ভূতত্ত্ব) এবং আমিনুর রহমান মজুমদার (মৃত্তিকা বিজ্ঞান)। এদের কার্যক্রম পরিচালিত হয় সাধারণত কাঁটাবন এলাকার একটি মসজিদ থেকে।

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মিঞাকে সরিয়ে সরকার কর্তৃক এমাজ উদ্দিন আহমেদকে উপাচার্য নিয়োগের পর থেকে সাদা দলের সংকট আরো তীব্র হয়। সাদা দলের নেতৃবৃন্দ অনেকেই এমাজ উদ্দিনের ভিসি হওয়ার প্রক্রিয়াকে 'অনভিপ্রেত' বলে অভিহিত করেন। এর ফলে সাদা দলে সুস্পষ্ট বিভক্তি দেখা দেয়। ভিসি প্যানেল নির্বাচনে সাদা দল থেকে দু'টি প্যানেল উপস্থাপিত হয়। এ পর্যায়ে অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, আনোয়ারুল্লাহ্ চৌধুরী, সাইদ–উর–রহমান প্রমুখের নেতৃত্বে সাদা দলের মূল অংশ কর্তৃক জামাতপন্থী শিক্ষকদের বাদ দিয়ে দল পুনর্গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়ায় উপাচার্য এমাজ উদ্দিন অধ্যাপক ইয়াজ উদ্দিনের মাধ্যমে জামাত ও বিএনপিপন্থী শিক্ষকদের সংঘটিত করার উদ্যোগ নেন। এরপর থেকে দু'গ্রুপ আলাদা–আলাদাভাবে বৈঠক করতে শুরু করে। প্রাক্তন সাদা দল সংগঠক ও বর্তমানে পিএসসি এবং পিআইবি প্রধান এস এম এ ফায়েজ ও তৌহিদুল আনোয়ার দলের এই সংকটে ভিসি এমাজউদ্দিন আহমেদকে সুরক্ষার জন্যে একটি সমঝোতার উদ্যোগ নেন। মধ্য এপ্রিলে অধ্যাপক আনোয়ারুল্লাহ্ চৌধুরীর বাসায় ২০/২৫ জন শিক্ষকের একটি সমঝোতা বৈঠকও অনুষ্ঠিত হয়। সাদা দলে কোণঠাসা হয়ে জামাতপন্থী শিক্ষকরা সমঝোতা বৈঠকের সিদ্ধান্ত লংঘন করে এমাজ উদ্দিন আহমেদ ও ইয়াজ উদ্দিন আহম্মেদকে সাদা দল থেকে বের হয়ে স্বতন্ত্র দল গঠনের জন্যে চাপ দিতে থাকে। এরই ফলশ্রুতিতে গত ১৭ মে এবং ২৬ মে ক্লাভবনে জামাত ও উগ্র ডানপন্থী শিক্ষকদের দু'টি সভা হয়। যথাক্রমে ইয়াজ উদ্দিন আহমেদ ও আইবি–এর ড. আনোয়ার হোসেনের সভাপতিত্বে। উল্লেখ্য, এই আনোয়ার হোসেন এককালে এনএসএফ–এর জিন্না হল সংসদের সভাপতি ছিলেন। উপরোক্ত দু'টি বৈঠকে অংশ নেয়ার জন্যে উপাচার্যের দপ্তর থেকে ব্যক্তিগত অনুরোধ আসায় অনেক শিক্ষকই বিব্রতবোধ করেন। এদিকে সাদা দলের মূল অংশও গত ২৭ মে আনোয়ারুল্লাহ্ চৌধুরীর দপ্তরে এক সাংগঠনিক বৈঠকের আয়োজন করে এবং সেখানে জামাতীদের বর্জনের প্রশ্নে পুনরায় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। সাদা দলের মূল অংশের এই জামাত বিরোধী অবস্থানে জাতীয় রাজনীতিরও প্রভাব রয়েছে বলে জানা গেছে।

সাদা দলের এই দ্বিধা বিভক্তি এবং ডান ধারার নতুন শিক্ষক গ্রুপ গঠনের প্রেক্ষাপটে আগামী জুলাইয়ে অনুষ্ঠিত হবে ডীন নির্বাচন। এই নির্বাচনেই শিক্ষক রাজনীতির বর্তমান মেরুকরণ সম্পূর্ণতা পাবে।